بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৮ জানুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ

"প্রতিটি কাজ অবশ্যই দোয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।"
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৬ জানুয়ারি ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) এবং এর আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার সদস্যবৃন্দ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের জাতীয় সদর দপ্তর ঢাকার *দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স* থেকে যোগদান করেন।

ঘণ্টাব্যাপী এ সভায়, উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ লাভ করেন আর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

হুযূর আকদাস মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সদস্যদেরকে পবিত্র কুরআন শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। তিনি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন যে, তাদের শতভাগ সদস্য যেন দৈনিক পাঁচ বেলা নামায আদায়ে নিয়মানুবর্তী হয়।

আনসারুল্লাহ্র সদস্যদেরকে দৈহিকভাবে সক্রিয় ও কর্মক্ষম থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যে-সকল আনসারুল্লাহ্ সদস্যের বাই-সাইকেল আছে, তাদের উচিত এটি প্রতিদিন ব্যবহার করা। মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সফে দওমের (অনূর্ধ ৫৫ বছরের) সদস্যগণের জন্য এটা শ্রেয় যে, তারা গাড়ি, বাস বা অন্যান্য

যানবাহন ব্যবহারের পরিবর্তে সাইকেল চালিয়ে তাদের কর্মস্থলে যাতায়াত করেন অথবা ব্যায়ামের জন্য অন্য সময়েও কিছুটা সাইকেল চালান।"

মজলিসে আমেলার একজন সদস্য জিজ্ঞাসা করেন যে, কোনো ব্যক্তি কীভাবে তার নৈতিকতার উন্নতি সাধন করতে পারেন।

এর জবাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইবাদত। যদি আপনারা ইবাদতের যথাযথ অধিকার আদায় করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন, যদি আপনারা সমস্ত শর্ত পালন করে আপনাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করেন, আর যদি আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সামনে নত হন, আর সেজদায় তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে দোয়ায় রত হন, আর নিজেদের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আর যদি আপনারা আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট মিনতিপূর্ণ দোয়া করেন, আর যদি আপনারা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দোয়া করেন আর নিজেদের সেজদায় ক্রন্দন করেন, সেক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি আপনাদের দোয়াসমূহ কবুল করবেন। সুতরাং, নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য আপনাকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি করতে হবে। প্রতিটি কাজ দোয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য এবং এটাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।"

যারা ডাকে সাড়া দেন না সে রকম সদস্যদরকে কীভাবে সক্রিয় করা যায়, এ সম্পর্কে হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়।

এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে একটি বিস্তারিত ও সমন্বিত রূপরেখা প্রদান করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের কাজ হচ্ছে সর্বদা স্মরণ করানো এবং আমাদের সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। তাদের স্মরণ করিয়ে দিন যে, তারা আহমদী মুসলমান। সে হিসেবে কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে যা আমাদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে। আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'যাক্কির' [পবিত্র কুরআন অনুসারে এর অর্থ হলো, 'ক্রমাগত স্মরণ করাতে থাকো']। মানুষকে উপদেশ প্রদান করতে এবং ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিতে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, যা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে দেওয়া হয়েছে এবং এটাই সেই আদেশ, যা আমরা অবশ্যই অনুসরণ করবো।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"কিছু মানুষ আছেন যারা অলস হয়ে পড়েন আর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আলস্য কমানো যায়। এ ধরনের লোকদেরকে কোমলতার সাথে আকৃষ্ট করা উচিত। যদি তাদের প্রতি ভালবাসার সাথে আচরণ করা হয়, তাহলে আনসারুল্লাহ্‌র বয়সে উপনীত হলেও তারা আপনার কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণ করা শুরু করবেন।"

হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিটি অঙ্গ-সংগঠনের কাছ থেকে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা উচিত — তরুণ, নারী ও প্রবীণদের জন্য। শিশুদের আরও সক্রিয় করানোর জন্য আহমদী পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে অথবা যদি কোনো পরিবারের নারী সদস্যরা আরও বেশি সক্রিয় হয়ে যান, তাহলে তারা পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেন।

একটি পরিবারের আনসার সদস্যদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনাদের নিজেদেরও আনসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত যে, যদি তারা মনোযোগ না দেন, তবে তাদের সন্তান এবং পরিবারও আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত থেকে দূরে সরে যাবে এবং এর ফলে তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে, সেক্ষেত্রে (বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে) তারা দায়ী হবেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, ভালবাসা ও প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে স্মরণ করাতে থাকুন ... আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে স্মরণ করিয়ে যাওয়া, যেভাবে পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

সভার শেষে হুযূর আকদাস (আই.) আরও অধিক সদস্যদেরকে অনলাইন অনুষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন যে, যারা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত নয়, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত; যেন তারা সহজেই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।